শিক্ষক উপস্থিতি নিয়ে কঠোর হচ্ছে ডিপিই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে দৈনিক মনিটরিং কার্যক্রম আরও কঠোর করছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিতির তথ্য না পৌঁছানোয় কেন্দ্রীয়ভাবে দৈনিক প্রতিবেদন তৈরিতে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় বিভাগীয় কার্যালয়গুলোকে নতুন করে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেয় ডিপিই।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ১৫ জুন থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দৈনিক উপস্থিতি মনিটরিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থায় বিদ্যালয়, ক্লাস্টার, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয় হয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধাপে ধাপে উপস্থিতির তথ্য অধিদপ্তরে পাঠাতে হয়।

নির্দেশনা অনুযায়ী, সাধারণ এলাকায় বিদ্যালয় থেকে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট, ক্লাস্টার থেকে ১০টা ১৫ মিনিট, উপজেলা থেকে ১০টা ৪৫ মিনিট এবং বিভাগীয় কার্যালয় থেকে বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের মধ্যে তথ্য পাঠাতে হবে।

ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় সময়সূচি ভিন্ন। সেখানে বিদ্যালয় থেকে সকাল ৭টা ৫০ মিনিট, ক্লাস্টার থেকে ৮টা ১৫ মিনিট, থানা থেকে ৮টা ৪৫ মিনিট, জেলা থেকে ১০টা ১৫ মিনিট এবং বিভাগীয় কার্যালয় থেকে বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের মধ্যে তথ্য পাঠানোর নির্দেশ রয়েছে।

ডিপিই জানিয়েছে, অনেক বিভাগীয় কার্যালয় নির্ধারিত সময়ের পর তথ্য পাঠাচ্ছে। এতে শিক্ষকদের উপস্থিতি-সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন সময়মতো প্রস্তুত করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না।

এ অবস্থায় বিভাগীয় কার্যালয়গুলোকে অধীনস্থ বিদ্যালয়, ক্লাস্টার, উপজেলা ও জেলা পর্যায় থেকে সময়মতো তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রতিটি কার্যদিবসে বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের মধ্যেই অধিদপ্তরে তথ্য পাঠাতে পুনরায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিপিইর কর্মকর্তাদের মতে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য পাওয়া গেলে শিক্ষকদের উপস্থিতির বাস্তব চিত্র দ্রুত মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। এতে বিদ্যালয় পর্যায়ে জবাবদিহি বাড়বে এবং উপস্থিতি মনিটরিং ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নির্দেশনা

বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের মধ্যে তথ্য পাঠানোর নির্দেশ